সংবাদ

তারিখ 20 DEC 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ভিকারুননিসা নূন স্কুলকে রক্ষা করুন

ছাত্রলীগ নামধারী একদল দুর্বৃত্ত তাদের তালিকা অনুযায়ী ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তি করানোর জন্য অধ্যক্ষকে হুমকি দিয়েছে। গত সোমবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষের কক্ষে ঢুকে তারা এ হুমকি দেয়। এ নিয়ে পত্রিকাগুলো প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ঘটনার দিন একদল যুবক অধ্যক্ষের কক্ষে ঢুকে তার হাতে একটা তালিকা ধরিয়ে দেয়। তারা বলেন, 'এ তালিকা অনুযায়ী ছাত্রী ভর্তি করতে হবে। না হলে সবাইকে বের করে দিয়ে স্কুলে তালা ঝুলিয়ে দেব।' হুমকি দেয়া যুবকরা স্থানীয় বাসিন্দা বলে জানা গেছে। গত বছরও তারা উল্লিখিত স্কুলে ভর্তিবাণিজ্য করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। তাদের অনেকে নিজেদের ছাত্রলীগের কর্মী বলে দাবি করে, অনেকে অভিভাবক ফোরামের নেতা বলে দাবি করে। এ হুমকির ঘটনায় সংশ্লিষ্ট থানায় জিডি করা হয়েছে।

কেবল ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ নয়, রাজধানীর প্রায় সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই ভর্তিবাণিজ্য চলে। কখনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগসাজশ করে কখনও বা শিক্ষকদের ভয় দেখিয়ে এ ভর্তিবাণিজ্য করা হয়। এর সঙ্গে সবসময় ক্ষমতাসীন দলের লোকজনই জড়িত থাকে। কী স্কুল কী কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্রই তারা ভর্তিবাণিজ্য করে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ছাত্রলীগ বিভিন্ন সরকারি কলেজে ব্যাপক ভর্তিবাণিজ্য শুরু করে। তাদের ভর্তিবাণিজ্য ঠেকাতে ব্যর্থ হয়ে কলেজগুলোতে সরকার অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া চালু করে। কিন্তু স্কুলগুলোতে অনলাইন প্রক্রিয়া এখনও চালু করা হয়নি। স্কুলগুলোতে প্রথম শ্রেণীতে লটারিভিত্তিক এবং অন্যান্য শ্রেণীতে পরীক্ষাভিত্তিক শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। এ প্রক্রিয়া দুটিকে যদি ডিজিটালাইজড করা সম্ভব হয় তবে ভর্তিবাণিজ্য বন্ধ করা সম্ভব হবে।

ডিজিটালকরণ ছাড়া রাজধানীর নামিদামি স্কুলে ভর্তিবাণিজ্য বন্ধ করা কতটা সম্ভব হবে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। ভিকারুননিসায় যারা তালিকা ধরিয়ে দিয়ে সে অনুযায়ী ভর্তি করার জন্য হুমকি দিয়েছে তাদের গ্রেফতার বা বিচারের দাবি করা যেতে পারে। কিন্তু সে দাবি যে পূরণ করবে না সরকার সেটা অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায়। এই দুর্বৃত্তরা এবারই প্রথম ভর্তিবাণিজ্যে নেমেছে তা নয়, গতবারও তারা ভর্তিবাণিজ্য করেছে। ভর্তিবাণিজ্য করে হুমকি-ধমকি দিয়ে তারা স্কুলের আশপাশেই বহাল তবিয়তে থাকছে। এ থেকে তাদের খুঁটির জোর বোঝা যায়। দাবি অনুযায়ী তারা ছাত্রলীগের কর্মীই হোক আর অভিভাবক ফোরামের নেতাই হোক, ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে যে তাদের একটা যোগ রয়েছে সেটা তাদের হাবভাব থেকেই বোঝা যায়। অনেক এমপির বিরুদ্ধেও ভর্তিবাণিজ্যের গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু সরকার কখনও কারও বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিয়েছে বলে জানা যায়নি।

তালিকা অনুযায়ী ভর্তি করা না হলে স্কুলে তালা ঝুলিয়ে দেয়ার হুমকির কারণে শিক্ষকরাও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজকে দুর্বৃত্তদের খপ্পর থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব সরকারের। সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে চাচ্ছে সরকার। অন্যদিকে ছাত্রলীগের পরিচয়ে কেউ কেউ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তালা মারার হুমকি দিচ্ছে। এ অবস্থায় সরকার কী ব্যবস্থা নেয় সেটাই দেখার বিষয়।

ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং এর ছাত্রী ও শিক্ষকদের ছাত্রলীগ নামধারীদের কবল থেকে রক্ষা করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে।